দৈনিক বাংলা

তারিখ ৮।৪।৮১
পৃষ্ঠা

বিভিন্ন স্থানে খাল খনন কাজে ব্যাপক অগ্রগতি

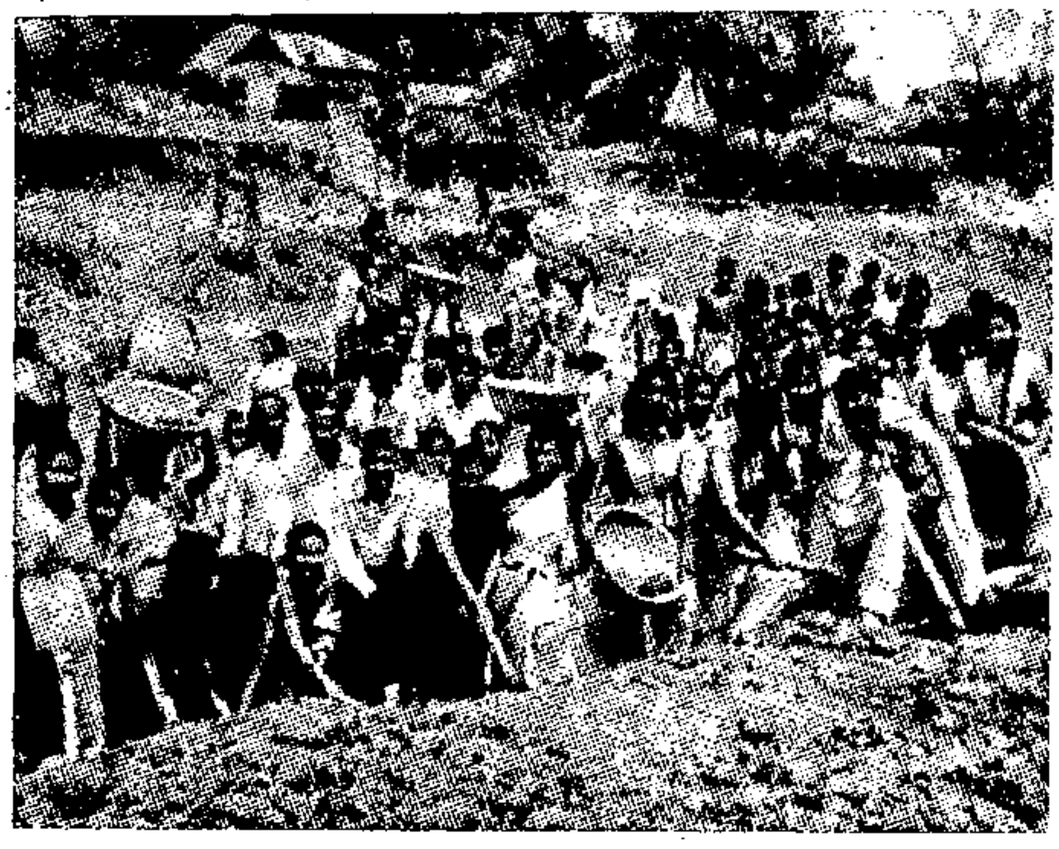

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ, ৬ই এপ্রিল।—মানিকগঞ্জ মহকুমায় স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে [illegible] খালের মধ্যে ৮টি খালের পুনঃখনন কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

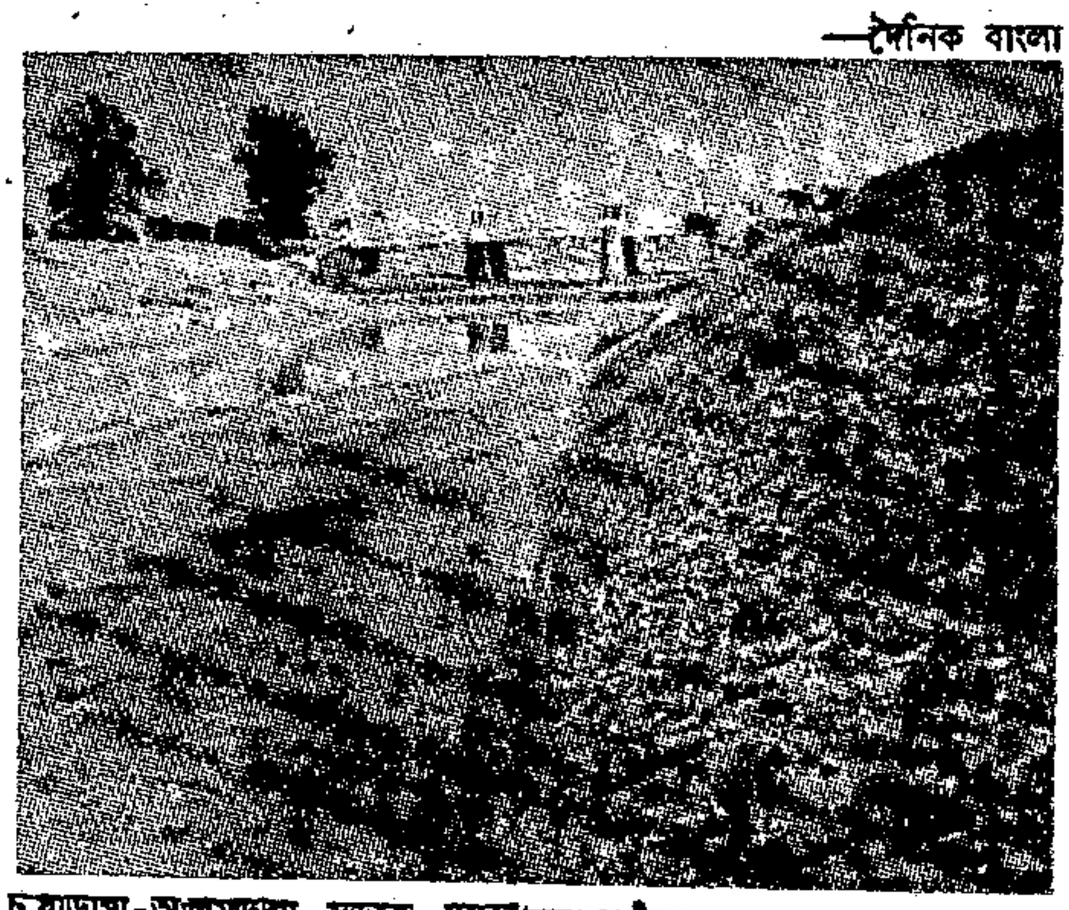

এবছর এই মহকুমায় ২১ মাইল দীর্ঘ [illegible] পুনঃখনন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ইতিমধ্যে সাটুরিয়া থানার ধলেশ্বরী-চরতিল্লী বিল খাল, হরিরামপুর থানার রামকৃষ্ণপুর বিল খাল, শিবালয় থানার ঘোষবাড়ি খাল ও মহাদেবপুর-দুর্বালিয়া খাল, সিংগাইর থানার বাংশা ও কুরবানিয়া খাল এবং মানিকগঞ্জ থানার সিঙ্গাইর ডিসি খাল খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও অবশিষ্ট খালগুলির ৪০ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

যে সব খাল খনন কাজ শেষ হয়েছে, সেগুলোর দু'পাশে এরমধ্যেই ৮০টি পাওয়ার পাম্প বসানো হয়েছে। এতে প্রায় ১২ হাজার একর জমি চাষের আওতায় এসেছে।

মহকুমা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা জানান যে, এই খাল খনন কর্মসূচী সম্পূর্ণ সফল হলে মহকুমার ৩০ হাজার একর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবং প্রায় দুশতাধিক পাওয়ার পাম্প চলবে। উৎপন্ন হবে বছরে ৩টি ফসল। এ থেকে প্রতি মওসুমে প্রায় দু'লাখ মন অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাবে।

সিংগাইর, শিবালয় এবং মানিকগঞ্জ থানায় কাজের তুলনামূলক অগ্রগতি বেশি। এ ৩টি থানার চেয়ারম্যান, ইউ পি সদস্য এবং গ্রাম সরকারের সদস্য ও সদস্যাদের খাল খননে যথেষ্ট উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মানিকগঞ্জ মহকুমা প্রশাসক, অতিরিক্ত মহকুমা প্রশাসক এবং কোন কোন সংসদ সদস্য এই খাল খনন কাজ তদারক করছেন। এসব খালের খনন কাজে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দু'হাজার লোক অংশ নিচ্ছে। এতে মহিলারাও যথেষ্ট সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করছে।

গাইবান্ধা

গাইবান্ধা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবর: গাইবান্ধা মহকুমার ২টি খাল পুনঃখননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ৭টি খালের কাজ এ মাসেই শেষ করা সম্ভব হবে বলে মহকুমা প্রশাসক জানিয়েছেন।

প্রকাশ, সরকার মহকুমার সাদুল্যাপুর, পলাশবাড়ি, গোবিন্দগঞ্জ ও গাইবান্ধাসহ ৪টি থানায় মোট সাড়ে ৫০ মাইল দীর্ঘ ৯টি খাল পুনঃখননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এগুলোর মধ্যে মালীবাড়ি খাল ও নেকীরর বিলের পুনঃখনন যথাক্রমে ১৯শে মার্চ ও ৭ই মার্চ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী খালগুলোর খনন কাজ

সাভার মুসলিম মডার্ন একাডেমীর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্বেচ্ছাশ্রমে খনন করছেন আরিচা খাল

—দৈনিক বাংলা

চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কে ঘোড়ামারা ব্রীজের কাছে খনন করা গজ-নবী খালের একাংশ

গড়ে প্রায় ৭৫% ভাগ এগিয়ে গেছে।

এই সব খাল খনন কাজে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক, বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, ভি ডি পার্টি সদস্য ও কৃষক মজুর অংশ গ্রহণ করছে।

খনন কাজ শেষ হলে এসব খালে মোট ১৮৭টি পাওয়ার পাম্প চালু করা সম্ভব হবে। এবং সেচের মাধ্যমে ইরি বোরো ধান গম ও রবিশস্যের চাষ করা যাবে। ফলে ১২ লাখ ৮২ হাজার ৫শ মন বাড়তি ফসল উৎপাদন হবে বলে এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে।

রাজবাড়ি

রাজবাড়ী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার খবর: রাজবাড়ী মহকুমার ৭টি খালের মধ্যে ৪টি খাল পুনঃখননের কাজ নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিন আগেই শেষ হয়েছে। অপর ৩টি খালের খনন কাজও নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা পোষণ করছেন।

স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বালিয়াকান্দি পাংশা ও গোয়ালন্দের এই ৪টি খালের প্রায় ২০ মাইল পুনঃখননে বছরে অতিরিক্ত প্রায় এক লাখ ৪০ হাজার মন ফসল উৎপন্ন হবে।

এছাড়া মহকুমা প্রশাসক জানিয়েছেন স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পাংশা থানার জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৫ মাইল দীর্ঘ আরো একটি বিশেষ খাল খননের কাজ শীঘ্রই হাতে নেবে। প্রকল্পটি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা থেকে সংবাদদাতার খবর: কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত ২৯টির মধ্যে ৫টি খালের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এবং বাকী ২৪টির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম সরকার, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং বিএনপির কর্মিবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খনন কাজে অংশ নিচ্ছেন। পানি উন্নয়ন বিভাগের প্রকৌশলীগণ খনন কাজ তত্ত্বাবধান করছেন।

এ পর্যন্ত মোট ৫টি খালের খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এগুলো হলো—দামুড়হুদা থানার দলকা-জেহালা খাল, কুমারখালী থানার বাওয়াডাঙ্গা ও নাদিপাড়া খাল, মেহেরপুর থানার নাইথারী খাল ও কুষ্টিয়া সদর থানার গড়াইটুপি খাল।